দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 JAN ৮৩
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কিত বিষয়ে উদাসীন ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ

সাহাবুল হক ॥ দেশের শীর্ষ দুই ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রদল' এবং 'ছাত্রলীগ' সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি দাওয়া ও শিক্ষা সম্পর্কিত আন্দোলন থেকে রয়েছে অনেক দূরে। উভয় সংগঠনেরই গঠনতন্ত্রে ও ঘোষণাপত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি দাওয়ার আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত কর্মসূচী, আন্দোলন ও প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের সিংহভাগের সঙ্গেই শিক্ষাঙ্গনের প্রত্যক্ষ (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কিত বিষয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে সংগঠন দুটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেছেন, তারা ছাত্রদের দাবি দাওয়া এবং শিক্ষা সম্পর্কিত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত এক বছরে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের গৃহীত কর্মসূচী অনুসন্ধানে দেখা যায়, উভয় সংগঠনেই মূল দলের বিভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। ছাত্রলীগের সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির কথা উল্লেখ থাকলেও গত বছর তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার দিনগুলোতে অর্থাৎ মোট ৪ দিন ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিছিল করেছে। এছাড়া ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবীতে অব্যাহত মিছিল সমাবেশ ও কয়েকদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় মিছিল সমাবেশ, ক্যাম্পাসে সহাবস্থান নিশ্চিত করার দাবিতে মিছিল ছাড়াও যৌথ অভিযানের সময়কালে আটক আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের ডাকে বিভিন্ন সময় হরতালের সপক্ষে মিছিল ছাত্রলীগ করেছে। বলাবাহুল্য, ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অংশে স্পষ্টভাবে দেশের ছাত্র সমাজের বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ছিল। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, জীবন আগে না শিক্ষা আগে।

জোট সরকারের অত্যাচার, গ্রেফতার নির্যাতন ও পুলিশী নিপীড়নের মুখেও ছাত্রলীগ শিক্ষাঙ্গন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাসাধ্য আন্দোলন সংগঠিত করতে চেয়েছে। বিএনপি সরকারের অযোগ্যতার কারণে দেশে আজ সংকটময় অবস্থা বিরাজমান। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে আমাদের জাতীয় ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্রলীগ সব সময়ই সচেতন। অপরদিকে সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির উপর বছরের ৮ মাসই ছিল স্থগিতাদেশ। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির উপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এ সময় থেকে ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটি সারাদেশে সাংগঠনিক ট্যুর, রিপোর্ট পেশ, পর্যালোচনা এবং কমিটি গঠনের কাজ করেছে। বিদেশে বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র এবং ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মেজবাহ কামালের ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে কয়েকদিন মিছিল-সমাবেশ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির উপর বছরের অধিকাংশ সময় স্থগিতাদেশ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি সচল ছিল। এ সময় তারা ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে মিছিল-সমাবেশ, ছাড়াও জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে কর্মসূচী পালন করেছে। ছাত্রদলের খসড়া গঠনতন্ত্রে শিক্ষা-ঐক্য-প্রগতির কথা থাকলেও শিক্ষা বিষয়ক কোন আন্দোলনই ছাত্রদল করেনি বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে ছাত্রদলের নয়া কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দীন লাল্টু বলেন, ছাত্রদল সব সময়ই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত এক বছর সহাবস্থানের যে অনন্য নজির সৃষ্টি হয়েছে তা কারা করেছে ছাত্রদল না অন্য কেউ। এর চেয়ে বড় আন্দোলন আর কি হতে পারে। তিনি বলেন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আমরা এত বেশী কাজ করি যে, সংক্ষেপে তা বলা সম্ভব না।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের বাইরে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন, বাসদ ছাত্রলীগ রয়েছে। তবে এর মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফ্রন্ট বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। জোট সরকারের অপর ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে সক্রিয় না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচীতে পোস্টার ...র চোখে পড়ে।